একুশ গিরিধারী কুণ্ডু
বসন্ত

মনীষা

প্রথম প্রকাশ ঃ
অক্টোবর, ১৯৬২

প্রকাশক ঃ
মণি সান্যাল
মনীষা গ্রন্থালয় (প্রাঃ) লিমিটেড
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ ঃ
খালেদ চৌধুরী

মুদ্রাকর ঃ
ডঃ পঞ্চানন সাহা
ফ্রেণ্ডসপ প্রিণ্টার্স
২৭-জি, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

সূচীপত্র

রাগ

এটা ?

টিকিট।

কিসের টিকিট ?

টিকিট !

টিকিট বললেই সব বলা হল ? ট্রাম, না—বাস, না—রেল, না—রেসের মাঠের।

বুদ্ধু কোথাকার ! ট্রেনের টিকিট, রেসের মাঠের টিকিটের কাগজ শক্ত ধরনের হয়। এ-ত একেবারে পাতলা ফিনফিনে !

তাহলে বাস বা ট্রামের নিশ্চয়ই হবে ?

হবে একটা কিছুর।

হাতে নিয়ে কি করছ ? ফেলে দাও এবার। এটা নিয়ে আর কদ্দিন চালাবে ?

সবে মাত্র এই নিয়ে তিরিশ বার আপ্ ডাউন করেছি। আরও দুদিন যাক্, তখন না হয় ফেলে দেবার কথা ভাবব।

ওই টিকিট নিয়ে আর বাসে উঠো না। ধরা পড়বে ! বেশ ময়লা হয়ে গেছে কিন্তু !

হোক না।

না না আগে-ভাগে একটু সাবধান হয়ে যাওয়া ভাল নয়কি ? আজ-কাল কন্‌ডাকটরদের চোখে ছানি পড়ে না। ইয়াংম্যানের মত জুলজুল করে কেমন চেয়ে থাকে, দ্যাখো নি কখনও ? কনডাকটর খিস্তি দেয় যদি।

দিয়ে দেখুক একবার। মুখের চামড়া খুলে নেব না।

মাথার ভিতরে কেমন যেন একটা গমগমে শব্দ—

মুখের চামড়া খুলে নেব না!

মুখের চামড়া…

আহা কথাটা তুমি ওভাবে নিচ্ছ কেন!

টিকিট চাইলে বলব হয়ে গেছে!

যদি বলে দেখি ত দাদা কোন বাসের টিকিট? তখন!

বলব, কখন হাত ফস্‌কে পড়ে গেছে চোখে পড়ে নি।

তা বললে কি কেউ শুনবে?

না শুনলে জোর করে শোনাব। নয়ত অন্যমনস্ক রয়েছি, এমন হাবভাব দেখিয়ে দেব।…ও এটা অমুক বাস! ওখানে যাবে না তাহলে? ইস্ খুব ভুল হয়ে গেছে ত তবে। আমি অমুক নম্বরে যাব। …বলেই টপ্ করে নেমে পড়ব বাস থেকে।

কথায় কথায় তুমি খুব রাগ কর।

ফালতু বললেই রাগ হয়।

ফালতু বললাম?

ফালতুই ত!

এক টিকিট দেখিয়ে বারবার যাতায়াত করা অন্যায় নয়?

ওঃ তুমি তাহলে আজকাল দাঁড়িপাল্লা হাতে নিয়ে ন্যায়-অন্যায় মাপতে শুরু করেছ? থুঃ—

[খাকিটা থুথু আমার মুখ টপকে রাস্তায় ছিট্‌কে পড়ল।]

জানো, সাত বছর ধরে এক পড়া পড়ছি! চাকরি-বাকরি করি না কোন। তবু বলবে রোজদিন নতুন টিকিট কাটতে?

টিকিট না কাটার এই একটা কথা হল না কি?

হাতে ধরে রাখা টিকিটটা মুড়ির মত খুব ছোট করে ফেলেছি অনেক

আগেই। এবার রাগে আরো ছোট এইটুকুখানি করে দিলাম হঠাৎ-ই।

এই দাদা, তুই এখানে! রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে বিড়বিড় করে কথা বলছিস্?

তপু আবার কোত্থেকে এসে হাজির হল! নিরিবিলি একটু ভাবছি সে ভাবনাও দিল খ্যাচ করে কেটে! চুপ করে আছি দেখে ও আবার বলল:

এই দাদা?

কে? তপু! তুই?

কার সঙ্গে বিড়বিড় করে কথা বলছিস্?

আমি কথা বলছি? কই, না ত!

এতক্ষণ যে তোকে ঠোঁট নাচাতে দেখলাম!

ও! মনে মনে এই একটু কথা বলে নিচ্ছিলাম।

লোকে হাসবে মনে মনে কথা বলতে দেখলে।

উল্টোদিকেই মুখোমুখি ফুটপাথ। ওইখান থেকে কেউ কেউ ঠোঁট মুচড়ে হাসছে! ঠিকই। ঝকঝকে ওই হাসি আমার দিকেই মুখ করে রয়েছে!

হাসলেই হল? ঘুষি মেরে দেব না নাকের ওপর!

মনের ভেতরে কেমন এক গমগমে শব্দ—

ঘুষি মেরে দেব না নাকের ওপর।

ঘুষি মেরে…

তপু তোর হাতে ওটা কি রে?

থলে।

থলে! কি হবে থলে দিয়ে?

ধুত্! কোথায় কি ঘটছে খোঁজ-খবর রাখিস্ না? ওই ছাখ কত লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে ওখানটায়! আমাদের খালধারের এক দোকানীর

ঘর থেকে মজুতকরা একশ ডালডার কৌটো উদ্ধার করে এনেছে পাড়ার ছেলেরা। একা একা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল্ লাগবে না। আয়, তুইও আমার সঙ্গে গিয়ে লাইন দিবি। বেশ হবে, দুজনে দাঁড়ালে পর দু কৌটো পেয়ে যাব'খন্।

ডালডার কৌটো নিয়ে যেতে আবার থলির দরকার হয় না কি তপু?

বাঃ বাঃ হাতে করে লোক দেখানোর মত নিয়ে গেলে সব ছেঁকে ধরবে না? জিগ্‌গেস করবে—কি ভাই, কোথায় পেলেন? কত দাম নিল? অ্যাঁ! ঠিক ঠিক দামেই পেলেন! বলেন কি! আমরা গেলে পাব?

তপু সরে পড়ল। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিয়ে এক দৌড়ে ও-ফুটপাথে গিয়ে লাইন দিয়েছে। সবার শেষমেষ ও-ই এখন। ওর পেছনে আমিও দাঁড়িয়ে পড়লাম।

চার-পাঁচটা ছেলে। এ পাড়ার-ই। বয়সে এই কুড়ি, নয়ত মধ্য কুড়ি। ওরা-ই সর্বেসর্বা হয়ে দেখাশুনা করছে। মদন ভাণ্ডারের লাগোয়া ডান পাশে যে বাড়ি, ও-বাড়ির কল্যাপ্‌সিব্‌ল্ গেট্ ভেজিয়ে রেখে এক হাত বাড়িয়ে ন্যায্য দাম নিয়ে অন্য হাতে ডালডার টিন এগিয়ে দিচ্ছে। গেটের মাথায় একটা ঝকঝকে পতাকা! ওই পতাকায় বাতাসের ঝাপটা লাগায় উড়ছে পত্‌পতিয়ে।

চেল্লাচেল্লি খুউব, কে কার আগে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে হাঁফ সামলে বাঁচবে! এসব গা গরম করা দৃশ্য দেখতে আমার বেশ একটু আনন্দ-ই হয়! বা রে বনস্পতি ডালডা! কে একজন চুল টেনে দিল আরেকজনের পেছন থেকে। অমনি সামনের জনের মেজাজ গেল তিরিক্ষি হয়ে। শুরু হল কথা চালাচালি, হাতাহাতি···হাত গুটিয়ে মারামারি···একজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে মুখের কোণ চিরে রক্তারক্তি! লোকটা দাঁড়িয়ে উঠে ঘুষি ছুঁড়ে মারল—ঢুস্ ঢুস্। উদ্যোক্তাদের কেউ একজন বাঁশের কঞ্চি উঁচিয়ে পটাপট দু ঘা বসিয়ে দিল দুজনের পিঠের চামড়ায়। ধমকা-ধমকি করল আরেকজন।

এরকম ছটফট করছেন কেন আপনারা? কামড়াকামড়ি করলে কেউ-ই পাবেন না। যান্—